শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ঘাট — জলাশয়াদিতে অবতরণের জায়গা, নৌকা বা জাহাজ ভিড়বার স্থান।
কাছে — নিকটে, সমীপে, সন্নিধানে, পাশে, নাগালে।
নাচে — নৃত্য করে, ললিত অঙ্গভঙ্গি করে, লাফালাফি করে।
টানে — আকর্ষণে, ঝোঁকে, আগ্রহে।
বেশে — পোশাকে, সজ্জায়, সাজসজ্জায়, পোশাক-পরিচ্ছদে।
কোণে — গৃহাভ্যন্তরে, কোনায়, অন্তঃপুরে।
অমনি — ঐ রূপ, ঐ রকম, ঐ প্রকার।
নগর — নানা পেশার বহু সংখ্যক লোকের আবাস ও শিল্প-বাণিজ্যাদির স্থান, শহর, পর্বততুল্য ও সুউচ্চ অট্টালিকাময়ী পুরী।
সাজে — সজ্জিত হয়, সাজসজ্জায় ভূষিত হয়।
বরফ — জমাট-বাঁধা হিমশীতল পানির খণ্ড, তুষার।
পশু — প্রাণী, জানোয়ার, লেজবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

বাঁধা, পৌঁছা, কোণে, দাঁড়িয়ে, পাহাড়-চূড়া, ডিঙিয়ে, পশু, নীল আকাশ, সাধ, নগর, নৌকা।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান — শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▸ তোমার কল্পনার দেশের একটি বর্ণনা প্রস্তুত কর।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৬৫

উত্তর : আমি যেমন দেশ কল্পনা করি সেই দেশটি ছবির মতো সুন্দর। দেশটির সব জায়গা সবুজ গাছে ঢাকা। গাছে গাছে রং-বেরঙের পাখি ওড়ে, ফুল ফোটে, প্রজাপতি ওড়ে। দেশটির নদীর জল মুক্তার মতো স্বচ্ছ। ছোট-বড় নৌকা সেই নদীতে পাল তুলে চলে। কৃষক মাঠে ফসল ফলায়। জেলে নদীতে মাছ ধরে। কুমোর মাটির হাঁড়িপাতিল তৈরি করে। সেই দেশের মানুষ রঙিন জামাকাপড় পরে। সকালে শিশু পাঠশালায় যায়। পাঠশালা থেকে ফিরে তারা খেলাধুলা করে। যে দেশে কারও দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, সবাই সুখে থাকে— আমি এমনই একটি সুন্দর দেশ কল্পনা করি।

খ ▸ তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৬৫

উত্তর : আমার এলাকাটি একেবারে গ্রামাঞ্চলে। এখানে পাকা রাস্তাঘাট নেই। বর্ষাকালে পানিতে ডুবে যায় সমস্ত এলাকা। তখন নৌকা দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। চারদিকে বিভিন্ন ফল-ফুলের গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, নিমসহ সব ধরনের গাছ রয়েছে এলাকায়। এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বড় নদী। নদীর ঘাটে বাঁধা থাকে অসংখ্য নৌকা। জেলেরা যখন মাছ ধরে তখন দেখতে খুব ভালো লাগে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আমাদের এলাকা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। শরৎকালে নদীর পাশে সাদা কাশফুল ফোটে। নদীনালায় খালবিলে ফোটে অসংখ্য শাপলা। বন-বনানীর ঝোপ থেকে ভেসে আসে ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ।

গ ▸ সর্বশেষ তুমি যে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছ তার বর্ণনা লেখ।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৬৫

উত্তর : সর্বশেষ আমি রাজশাহী জেলায় ভ্রমণ করেছি। এ অঞ্চলের মানুষ খুব সহজ-সরল ও অতিথিপরায়ণ। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার। রাস্তার দু-পাশে সারি সারি গাছ লাগানো। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা নদী। এ অঞ্চলে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। অপেক্ষাকৃত শান্ত শহর রাজশাহী। এ জেলায় পাটকল, চিনিকল রয়েছে। রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন পুরাকীর্তিও রয়েছে এখানে। রাজশাহীতে প্রচুর পরিমাণে আমগাছ রয়েছে। রাজশাহীর আম সারা দেশে বিখ্যাত। রেশম ও সিল্ক উৎপাদনের জন্যও রাজশাহীর খ্যাতি রয়েছে। আমি রাজশাহী ভ্রমণ করে অনেক কিছু শিখেছি।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. জলের ধারে কী দাঁড়িয়ে আছে?
ক নতুন নগর খ পাহাড় চূড়া
● নারিকেল বন ঘ নতুন পশু

২. "অমনি করে যাই ভেসে, ভাই/নতুন নগর বনে।"— এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে?
i. অসীম সৌন্দর্য
ii. অজানা আনন্দ
iii. অপার বিস্ময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নতুন দেশ' কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক সীমাহীন কৌতূহল খ প্রকৃতির রহস্য
● অজানাকে জানা ঘ অপার আকাঙ্ক্ষা

৪. উক্ত দিকটি 'নতুন দেশ' কবিতার কোন অংশে প্রতিফলিত হয়েছে?
● জানি না কোন্ দেশে/পৌঁছে যাব শেষে
খ থাকি ঘরের কোণে/সাধ জাগে মোর মনে
গ পাহাড়-চূড়া সাজে/নীল আকাশের মাঝে
ঘ দূর সাগরের পারে/জলের ধারে ধারে

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ শীতের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে হৃদিতা বেড়াতে যায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে। সেখানকার সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারকেল গাছ, মাছ ধরার বড় বড় নৌকা ওর মনে কৌতূহল জাগায়। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাভ জলরাশি, পরিষ্কার আকাশ ওকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। ওর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের নানা রঙের মাছের সঙ্গে খেলা করতে– আবার কখনো বা আকাশে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে।

ক. নীল আকাশের মাঝে কী সাজে? ১
খ. 'থাকি ঘরের কোণে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. হৃদিতার সেন্টমার্টিনে দেখা দৃশ্যে 'নতুন দেশ' কবিতায় চিত্রিত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি যেন 'নতুন দেশ' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক • নীল আকাশের মাঝে পাহাড়-চূড়া সাজে।

খ • 'থাকি ঘরের কোণে' বলতে 'নতুন দেশ' কবিতার ছেলেটির নিজের বাড়িতে আবদ্ধ থাকার কথা বলা হয়েছে।

• 'নতুন দেশ' কবিতার ছেলেটি প্রতিদিন ঘাটে এসে নৌকা দেখে। দেখে নৌকা ভাটার টানে মাঝনদীতে চলে গেছে। নতুন কোনো দেশ বা নগর অভিমুখে পাড়ি জমিয়েছে। ছেলেটির মনে সেই নতুন দেশ, দেশের মানুষ সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। তার মনে সাধ জাগে নৌকার মতো সে-ও ভেসে ভেসে নতুন দেশে যাবে। কিন্তু ছেলেটিকে ঘরের কোণেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। তাই সে আক্ষেপের সঙ্গে বলে– 'থাকি ঘরের কোণে।'

গ • হৃদিতার সেন্টমার্টিনে দেখা দৃশ্যে 'নতুন দেশ' কবিতায় চিত্রিত প্রাকৃতিক পারিবেশের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

• বাংলাদেশ প্রাকৃতিক নিসর্গের দেশ। চারদিকে মনোরম পরিবেশ দেশটিকে ঘিরে রেখেছে। বাংলার প্রাকৃতিক শোভা মনোমুগ্ধকর। বাংলাদেশের রূপসৌন্দর্য প্রকৃতিপ্রেমিকের হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করে।

• উদ্দীপকের হৃদিতা সেন্টমার্টিন গিয়ে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। সে সেখানে সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারিকেল গাছ, মাছ ধরার বড় বড় নৌকা দেখে। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের জল, মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ দেখে হৃদিতা এক অন্য জগতে হারিয়ে যায়। উদ্দীপকের হৃদিতার দেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র আমরা 'নতুন দেশ' কবিতায়ও দেখতে পাই। 'নতুন দেশ' কবিতার ছেলেটির চোখ দিয়ে আমরা দেখি নদীর বুকে সারি সারি নৌকা চলার দৃশ্য। ছেলেটির কল্পনায় ভেসে ওঠে নীল সাগরের কথা, যার জলের ধারে সারি সারি নারকেলের বন। কবিতায় আরও চিত্রিত হয়েছে বিশাল নীল আকাশ, তার মাঝে পাহাড় ইত্যাদি, যা রূপসী বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই প্রকাশ। তাই বলা যায়, হৃদিতার সেন্টমার্টিনে দেখা দৃশ্যে 'নতুন দেশ' কবিতায় চিত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ • "উদ্দীপকটি যেন 'নতুন দেশ' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

• শিশু-কিশোররা সাধারণত কল্পনাপ্রবণ হয়। কল্পনার জগতে গিয়ে স্বপ্ন বুনতে ওরা ভালোবাসে। ওরা পৃথিবীর সবকিছু নিজের মতো করে দেখতে চায়, বুঝতে চায়। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য উপভোগ করতে চায়। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চায়।

• 'নতুন দেশ' কবিতায় এক কিশোর ছেলের অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সব রহস্য উন্মোচন করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। ছেলেটি তার কৌতূহল থেকে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে কল্পনা করে নিয়েছে। কল্পনার মধ্য দিয়ে সে তার অজানা দেশের চিত্র এঁকেছে। ছেলেটির এই কল্পনার জগৎ সৃষ্টি ও প্রকৃতির অজানার প্রতি টান উদ্দীপকের হৃদিতার মধ্যেও বিদ্যমান। হৃদিতাও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়। ওরও ইচ্ছে হয় মাছের সাথে খেলতে, পাখি হয়ে উড়তে।

• উদ্দীপকের হৃদিতা ও 'নতুন দেশ' কবিতার ছেলেটি উভয়েই কিশোর। তাই উদ্দীপক ও 'নতুন দেশ' কবিতা উভয় জায়গায়ই দুটি কিশোর মনের অব্যক্ত আনন্দ-কল্পনা-কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে। উভয় জায়গায় ফুটে উঠেছে কল্পনার রঙিন জগৎ, যা হৃদিতা ও ছেলেটির কল্পনায় তৈরি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল অংশ — কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : কিশোর মনের সংকল্প।

প্রশ্ন ২ হাউই চড়ে যায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিনপুরে,
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।
পাতাল ফেড়ে নামব আমি
উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

[তথ্যসূত্র : সংকল্প– কাজী নজরুল ইসলাম]

ক. নৌকো কিসের টানে চলে? ১
খ. 'নতুন দেশ' কবিতায় কী নিয়ে ছেলেটির কৌতূহল জাগে? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের কৌতূহলী কিশোরের সঙ্গে 'নতুন দেশ' কবিতার কার সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'নতুন দেশ' কবিতার মূলভাব ধারণ করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক • নৌকো ভাটার টানে চলে।

খ • 'নতুন দেশ' কবিতায় প্রকৃতির যাবতীয় রহস্য জানার প্রতি ছেলেটির কৌতূহল জাগে।

• আমাদের এই বিশাল পৃথিবীতে রয়েছে অনেক অজানা রহস্য। কিশোররা সবসময়ই রহস্য উন্মোচন করতে চায়। তেমনিভাবে কবিতার কিশোর ছেলেটিরও প্রকৃতির নানান বিষয়ের ওপর কৌতূহলী মনোভাব দেখা যায়। নদীর জোয়ার-ভাটার টানে নৌকো কীভাবে ছুটে যায়, দূর দেশে কেমন মানুষ থাকে, দূর সাগরপাড়ের নারিকেল গাছ, পাহাড়ের চূড়া, নীল আকাশ ইত্যাদির প্রতি তার অনেক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। তার কাছে মনে হয় দূরে হয়তো নতুন কোনো দেশ আছে, নানান ফুলে-ফলে সাজানো হয়তো সেই দেশ। সেখানে হয়তো নতুন পশু, নতুন পোশাক পরা মানুষ এবং আরও অনেক কিছু আছে। এগুলো ছেলেটির খুব জানতে ইচ্ছে করে।

গ • উদ্দীপকের কৌতূহলী কিশোরের সঙ্গে 'নতুন দেশ' কবিতার কৌতূহলী ছেলেটির সাদৃশ্য রয়েছে।

• জানার আগ্রহ মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যায়, অনেক বড় করে তোলে। কেননা জানার আগ্রহ থেকেই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মানুষ তাই প্রতিনিয়ত দূর থেকে দূরান্তে ছুটে চলে।

• উদ্দীপকে অজানাকে জানার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের কৌতূহলী কিশোর চন্দ্রলোকের অচিনপুরের রহস্য জানতে চায়। মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা সংকেতের অর্থ জানতে চায়। পাতাল ফুঁড়ে নামতে চায়, আবার আকাশ ফুঁড়ে বের হওয়ার অদম্য প্রয়াস রয়েছে